তিতাসে পৃথক হামলায় শিক্ষকসহ আহত-৪

তিতাস (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার তিতাসে পৃথক দুটি হামলার ঘটনায় মাছিমপুর বাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও শিক্ষক হাজী আবদুস সালাম মাস্টারসহ চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে যাওয়ার পথে আবদুল সালাম মাস্টারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। একই দিন সকালে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে আহত হন তিনজন।

জানা যায়, সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মাছিমপুর পশ্চিম বাজারে মাস্টার ওয়ালটন শোরুমসংলগ্ন নাগেরচর-মাছিমপুর বাজার সড়কের মাথায় পৌঁছালে হাজী আবদুস সালাম মাস্টারের ওপর হামলা চালায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা। অভিযোগ রয়েছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে ওত পেতে থাকা পাঁচজনসহ একটি কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা পেছন দিক থেকে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। আবদুস সালাম মাস্টারের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে তিতাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কড়িকান্দি ইউনিয়নের কাপাশকান্দি গ্রামে দীর্ঘদিনের জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত গিয়াসউদ্দিনের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৩৮) ও জুরু মিয়ার ছেলে শাহজালালের (৩৮) মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এতে উভয় পক্ষের তিনজন গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তিরা হলেন বিল্লাল হোসেন, তাঁর সহোদর ভাই তাহিদ (২২) এবং অপর পক্ষের শাহজালাল (৩৮)। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে তিতাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিল্লাল ও তাহিদ,অপর পক্ষের শাহ জালালকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, ফজরের নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পথে একজন শিক্ষক ও বাজার কমিটির সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনাও স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এসব ঘটনা নিয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, একজন মানুষ ধর্মীয় উপাসনার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার পথেও যদি হামলার শিকার হন, তাহলে সমাজের নিরাপত্তা ও মানবিক মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? স্থানীয়দের অনেকে এলাকায় মাদক, কিশোর গ্যাং ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা জোরদার করা প্রয়োজন।

চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিদায় সংবর্ধনা

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনার চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুসা নাসের চৌধুরীর বদলিজনিত বিদায় উপলক্ষে চাটমোহর উপজেলার তিন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাটমোহর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএমআইয়ের অধ্যক্ষ মো. আব্দুর রহিম কালু। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুসা নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন চাটমোহর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মিজানুর রহমান ও প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল। বক্তব্য দেন হান্ডিয়াল এম এ সামাদ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএমআইয়ের অধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম হেলাল, চরনবীন হামিদা মমতাজ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আকরাম হোসেন, সহকারী অধ্যাপক জাকির হোসেন প্রমুখ।

কালিহাতীতে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসক আবু সাঈদের মতবিনিময়

সৈয়দ মহসীন হাবীব সবুজ, কালিহাতী (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ। গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টায় কালিহাতী উপজেলা পরিষদের ৩য় তলায় সম্মেলনকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তারের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ। সভায় বক্তব্য দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান মতিন। জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার কালিহাতী ইউনিটের সভাপতি সৈয়দ মহসীন হাবীব সবুজ উপজেলা সমন্বয়ক মূলক প্রতিটা দপ্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ তার বক্তব্যে সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিটি দপ্তরের কর্মকর্তাদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যেন হয়রানি ছাড়াই সরকারি সেবা পায়, সে বিষয়েও কর্মকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে।

তিনি সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা চালু এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি।

স্থানীয় সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান মতিন তার বক্তব্যে কালিহাতীর সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবার মানোন্নয়ন এবং সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, এলাকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা এবং সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিক্ষা, কৃষি, আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক সুরক্ষাসহ জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সভায় জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা এবং সংসদ সদস্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কালিহাতীর সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, দাপ্তরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় কালিহাতী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাইমিনুল ইসলাম, কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাইয়ুম খান সিদ্দিকী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারহানা মামুন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর মাহমুদ ও শেখ শফিকুল ইসলামসহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন জুয়ার আসর, ৬ মোবাইল ফোনসহ আটক ৩

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের লালপুরে অনলাইন জুয়ার অ্যাপ ব্যবহার করে জুয়া খেলা ও বেটিং পরিচালনার অভিযোগে ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত ৬টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার সাদিপুর মধ্যপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন সাদিপুর মধ্যপাড়া এলাকার ইমরান নাজির ওরফে জুয়েল (৩৩), সাদিপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার সোহাগ মিয়া (৩০) এবং পালিদেহা খাঁপাড়া এলাকার সোহেল মাহমুদ (৩৮)। তাঁরা সবাই লালপুর উপজেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, লালপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সাদিপুর মধ্যপাড়া এলাকায় ইমরান নাজির ওরফে জুয়েলের টিনশেড ভবনের পূর্বমুখী একটি কক্ষে অভিযান চালায়। এ সময় অনলাইন জুয়ার অ্যাপ ব্যবহার করে জুয়া খেলা ও বেটিং পরিচালনার অভিযোগে ৩ জনকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে এ কাজে ব্যবহৃত ৬টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইনে লালপুর থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। লালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফিটনেসবিহীন বাস বন্ধ ও নিরাপদ যাতায়াতের দাবিতে

সাটুরিয়ায় ছাত্রদলের স্মারকলিপি

মজিবর রহমান, সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং চালকদের বৈধ লাইসেন্স না থাকার অভিযোগ উঠেছে। এসব অনিয়ম বন্ধ ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন সাটুরিয়া উপজেলা ছাত্রদল নেতা, শিক্ষার্থী ও সচেতন নাগরিকেরা। সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে সাটুরিয়া ইউএনও কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলামের কাছে স্মারকলিপিটি তোলে দে সাটুরিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সাকিবুল হাসান এবং জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আল আমিনসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এসময় সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন। এতে উপজেলার বিভিন্ন সড়কে চলাচলকারী বাস, মিনিবাস ও লেগুনার অনিয়মের কথা তুলে ধরে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, উপজেলার বিভিন্ন সড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল করায় যাত্রীদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত ভাড়া দিতে আপত্তি জানালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, এমনকি বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিভিন্ন যানবাহনে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন চালক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সহকারীদের দেখা যায়। কোথাও অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগও রয়েছে। এতে সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। সাটুরিয়া সৈয়দ কালুশাহ কলেজ, সাটুরিয়া সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। স্মারকলিপিতে চারটি প্রধান দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হলো–উপজেলার সড়কে ফিটনেসবিহীন বাস, মিনিবাস ও লেগুনা চলাচল বন্ধ করা; শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করা; বৈধ লাইসেন্সধারী চালক দিয়ে যানবাহন পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক চালক ও সহকারীদের অপসারণ করা। এ ছাড়া সাটুরিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবৈধ পার্কিং বন্ধ ও যানজট নিরসনে কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। স্মারকলিপি গ্রহণ করে ইউএনও কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন আন্তরিক। ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে শিগগিরই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গৌরনদীতে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে ৭ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার পলাতক ২৫-৩০

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠনের গোপন বৈঠক ও ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সাত নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে আরও বেশ কয়েকজন পালিয়ে গেলেও তাদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর বিকেলে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিল্বগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ ঘটনায় গৌরনদী মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. পারভেজ আহমেদ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন। থানা সূত্র জানায়, ২৫ অক্টোবর বিকেলে গৌরনদী মডেল থানার একটি পুলিশ টিম আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা ডিউটিতে নিয়োজিত ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কিছু সক্রিয় নেতাকর্মী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম সচল করার উদ্দেশ্যে বিল্বগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকার একটি বসতঘরে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। পরে গৌরনদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তারিক হাসান রাসেলের নির্দেশক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে ৭ জনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় পালানোর সময় পড়ে গিয়ে কয়েকজন সামান্য আহত হলে তাদের গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন–শরিফাবাদের মাহিলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পলাশ হাওলাদার (৩০), তিখাসারের পৌর আওয়ামী লীগ সদস্য ওয়াজ করনী (৫০), দক্ষিণ বিজয়পুরের বাসিন্দা ও গৌরনদী সরকারি কলেজের সাবেক জিএস মো. মহিবুল আলম (৫৫), বাটাজোর ইউনিয়ন যুবলীগ সদস্য মিঠুন হালদার (৩২), গৌরনদী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. মাসুম সরদার (৩৯), পৌর ছাত্রলীগ সদস্য মো. সজিব সরদার (২৯) এবং বিলগ্রাম এলাকার উপজেলা যুবলীগ সদস্য সলিল গুহ পিন্টু (৪৫)। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা স্বীকার করেছেন যে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কার্যক্রম পুনরায় সচল করা, দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা ওই গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। পলাতক ও অজ্ঞাতনামা আসামিদের গ্রেপ্তার এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আ. লীগ নেতার বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার দাওয়াতে এসে আটক ৭

বরিশাল প্রতিনিধি

বরিশালের গৌরনদীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুব ও ছাত্রলীগের সাতজন নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার শেষ বিকেলে উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈকত গুহ পিকলুর বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের পরিবারের সদস্যদের দাবি, তারা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের বাসায় লক্ষ্মীপূজার দাওয়াতে এসেছিল। আটককৃতরা হলেন-কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলুর ছোট ভাই সলিল গুহ পিন্টু, মহিবুল আলম খোকন, পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাসুম সরদার, মিঠুন হালদার, ওয়াসকুরনী আকন, পলাশ হাওলাদারসহ মোট সাতজন। এর মধ্যে পলাশ হাওলাদার বিগত আওয়ামী লীগের আমলে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে রাজনৈতিক মামলার আসামি ছিলেন। সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলু জানিয়েছেন, আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান চলছিল। ওই অনুষ্ঠানে আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। গত রোববার সন্ধ্যার আগমুহূর্তে বিএনপির কতিপয় কর্মী-সমর্থক আমাদের বাড়িতে এসে মব সৃষ্টি করে লক্ষ্মীপূজার দাওয়াতে আসা ছয়জনসহ আমার ছোট ভাই পিন্টু গুহকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান রাসেল জানিয়েছেন, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পর গতকাল সোমবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

বাজারের বিরাজমান সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভা

ইমাম খাইর, কক্সবাজার

কক্সবাজার শহরের বড় বাজারের বিরাজমান নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাজারের শৃঙ্খলা ফেরাতে নেওয়া হয়েছে নানা কঠোর সিদ্ধান্ত।

গত ২৫ অক্টোবর রাতে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ ব্যবসায়ীরা তাদের অধিকার রক্ষায় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় পৌর কর্তৃপক্ষের কিছু অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথাও জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

বড় বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী একতা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, কক্সবাজার দোকান মালিক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি আলহাজ্ব আবুল হাশেম সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুল, কক্সবাজার দোকান মালিক ফোরামের সভাপতি আবু জাফর ছিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল গফুর, ফেডারেশনের আজীবন সদস্য সাংবাদিক ইমাম খাইর। তারা বলেন, বাজারের সকল স্তরের ব্যবসায়ীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যায় কোন দাবি মেনে নেওয়া হবে না। ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থহানি হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বড়বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী একতা সমিতির সহ সভাপতি এহেছান উল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, সংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রহিম উল্লাহ,

সদস্য নুরুল ইসলাম, মাংস ব্যবসায়ী রাজু, নুরুল আলম, পান ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন, নুরুল আলম, ছাগল ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম, মুরগি ব্যবসায়ী নাসির, সুপারি ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ইব্রাহিম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রেজাউল করিম, শফিউল আলম। তারা বলেন, পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন বড় বাজারে যুগযুগ ধরে পৈত্রিকভাবে অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছেন। বিশেষ করে পান সুপারি, তরি তরকারি, মাছ মাংস, মুরগি, গরু-ছাগল, শুটকি, শাক বিক্রেতাসহ অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন চলার একমাত্র মাধ্যম এই বাজার। পৌরসভার নিয়ম মেনে তারা দাদার আমল থেকে এখানে ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা বলেন, ২০২৩ সালে বহুতল ভবন করার পরিকল্পনার কথা বলে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট সরিয়ে নিতে বলেন তৎকালীন পৌর মেয়র। সেই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, মার্কেট নির্মিত হলে যার দোকান তাকে প্রাপ্য মতে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে মার্কেট নির্মাণ শেষ হওয়ার পর দোকান বরাদ্দ পেতে প্রতি বর্গফুটে অস্বাভাবিক টাকা দাবি করা হচ্ছে। যা সাধারণ ব্যবসায়ীদের পক্ষে বহন করা মোটেও সম্ভব নয়।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পৌর কর্তৃপক্ষই এই মার্কেট নির্মাণ করছে প্রচার পায়। কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ হলে তারা জানতে পারে, তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এই মার্কেট করা হয়েছে। যার কোন রেকর্ডপত্র পৌরসভায় সংরক্ষিত নাই বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, পৌরসভার জায়গায় নির্মিত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ পেতে তৃতীয় পক্ষকে কেন টাকা দিতে হবে? ইতোপূর্বে পৌরসভার অন্যান্য দোকানগুলো যেমন মাছের শেড, তরকারির শেড পৌরসভার অর্থায়নে নির্মাণ করে ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, একই নিয়মে এই মার্কেটে দোকান পাওয়ার দাবি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের। সভায় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারের নানা সমস্যা নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য লুৎফুর রহমান কাজলের সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বর্তমান চিত্র স্পষ্ট করেছেন। দাবির কথাও জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এরপরে এমপি লুৎফুর রহমান কাজল পৌরসভার শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে বাজার পরিদর্শন করেছেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য শুনেছেন। তিনি বিরাজমান সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ। নিয়ম বহির্ভূত হাটবাজারের কারণে বাড়ছে যানজট। নষ্ট হচ্ছে সৌন্দর্য। পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও পর্যটনবান্ধব বাজার গড়ে তোলতে হবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সর্বস্তরের ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করেও যাদেরকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা চলছে তাদের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন বড় বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী একতা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা।

আনসার-ভিডিপির হস্তশিল্পে মুগ্ধ চার দেশের রাষ্ট্রদূত

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আনসার-ভিডিপি) একাডেমি পরিদর্শন করেছেন চার দেশের রাষ্ট্রদূত। গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মালদ্বীপ, কসোভো, মরক্কো ও সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রদূতেরা একাডেমিতে এসে বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কারিগরি দক্ষতা ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন পণ্য ঘুরে দেখেন। এ সময় দেশীয় এসব পণ্যের বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রদূতেরা একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও অবকাঠামোর পাশাপাশি হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, গার্মেন্টস, নির্মাণ ও বিভিন্ন কারিগরি বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। আনসার সদস্যদের তৈরি বিভিন্ন পণ্যের মান ও উৎপাদনপ্রক্রিয়া দেখে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় তাঁরা কিছু হস্তশিল্পের পণ্য কেনেন এবং নিজ নিজ দেশে এসব পণ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানান। পরে তাঁর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং বিদেশে এসব পণ্য নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। পরিদর্শনে অংশ নেওয়া চার রাষ্ট্রদূত হলেন মালদ্বীপের শিউনীন রশীদ, কসোভোর লুলজিম প্লানা, মরক্কোর লাল্লা বৌথাইনা এল কেরদৌদি এল কৌলালি এবং সিঙ্গাপুরের ফিলিপ ওং। এ সময় আনসার-ভিডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সদস্য এবং দেশি-বিদেশি সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। সফরটি আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ ও কারিগরি কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি বাহিনীর উৎপাদিত হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা আলোচনায় আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

অনলাইন প্রতারণার অভিযোগে আপন দুই ভাই গ্রেপ্তার

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের লালপুরে অনলাইন প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আপন দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি-৫) সদস্যরা। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন ও ২৫টি সিম কার্ড জব্দ করা হয়। গতকাল সোমবার স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি-৫) নাটোর ক্যাম্প থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার গন্ডবিল গ্রামের আরাম আলীর ছেলে মো. শিমুল আলী (২৬) ও মো. সজীব আলী (১৯)। এসআরবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা যায়, একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েব স্ক্যানার ও ডব্লিউ স্ক্যানারসহ বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ও প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চক্রটির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-৫)। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় গতকাল সোমবার ভোরে উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের গন্ডবিল গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে শিমুল আলীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে এসআরবির সদস্যরা। এ সময় তাঁদের ঘর থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি মোবাইল ফোন ও ২৫টি সিম কার্ড উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

পলো-হুসা নিয়ে বিলে মানুষের ঢল মাছ কম তবু উৎসবের আমেজ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

হাতে পলো, উসা আর জাল। ভোরের আলো ফুটতেই বিলের পানিতে একসঙ্গে নেমে পড়লেন শত শত মানুষ। কারো চোখে মাছ ধরার আনন্দ, কারো মনে শৈশবের স্মৃতি। পানিতে পলো চাপিয়ে মাছ ধরার চিরচেনা দৃশ্য আর বিলপাড়ে মানুষের উচ্ছ্বাসে ফিরে এল গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য।

তবে উৎসবের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে থাকলেও মাছ মিলেছে প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। ফলে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে অনেক শিকারিকে।

গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার চতুল ও শেখর ইউনিয়নের মাঝামাঝিতে অবস্থিত দাদুড়িয়া বিলে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ‘পলো বাওয়া’ উৎসব। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের শত শত মানুষ এতে অংশ নেন। মাছ ধরার ব্যতিক্রমী এ আয়োজন দেখতে ভিড় করেন অনেকেই। চতুল, ধুলপুকুরিয়া, দুর্গাপুর, তেলজুড়ি, নিধিপুর, পোয়াইল, বাবুর বাজার, শেখর, রাজাপুর, কলারণ, মধ্যেরগাতি, ছোলনা, গুনবহা, কুশাডাঙ্গা, লোকনাথ ও আঁধারকোঠাসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ যোগ দেন উৎসবে। কেউ পলো, কেউ হুসা, আবার কেউ জাল নিয়ে নামেন বিলে। মাছ ধরার পাশাপাশি চলে হাসি-ঠাট্টা, আড্ডা, আনন্দ, স্মৃতিচারণ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময়। আয়োজক কুশাডাঙ্গা গ্রামের ইমরান শেখ বলেন, পুরোনো দিনের স্মৃতি ধরে রাখা এবং বর্তমান প্রজন্মকে পলো বাওয়ার ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করাতেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। কেউ মাছ পেয়েছেন, আবার কেউ আশানুরূপ মাছ না পেয়ে ফিরেছেন। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম যেন প্রকৃতি, বিল-ঝিল, দেশীয় মাছ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে পারে, সেই ভাবনা থেকেই এ উদ্যোগ। গুনবহা গ্রামের মিকাইল বলেন, বাবা-দাদার সময়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পলো ও হুসা নিয়ে বিলে এসেছি। তবে আশানুরূপ মাছ পাইনি। চায়না দুয়ারি জালের ব্যাপক ব্যবহারে দেশীয় মাছ কমে গেছে।

পাশের আলফাডাঙ্গা উপজেলার ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে দাদুড়িয়া বিলে মাছ ধরতে এসেছিলেন আজিজুল ফকির। পুরোনো দিনের স্মৃতি আর মাছ ধরার প্রত্যাশা নিয়ে এলেও এবার তেমন মাছ না পেলেও আনন্দের মধ্যে সময় কাটিয়েছেন তিনি বলে জানান।

মাছ শিকারি মাহাবুল বলেন, পলো দিয়ে মাছ পাওয়া যাচ্ছে খুব কম। অনেকে বিশেষ ধরনের হুসা দিয়ে ছোট মাছ ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেখানেও প্রত্যাশিত সাফল্য নেই। স্থানীয় বাসিন্দা রমজান শেখ বলেন, আগে এই বিলে প্রচুর দেশীয় মাছ পাওয়া যেত বলে বড়দের কাছে শুনেছি। এখন মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এমন উৎসবেও আগের মতো মাছ পাওয়া যায় না। বিল ও দেশীয় মাছ রক্ষায় সবাইকে সচেতন হতে হবে। স্থানীয় মাছ শিকারিদের ধারণা, চায়না দুয়ারি জালের পাশাপাশি বিলের মধ্যে অপরিকল্পিত পুকুর তৈরি এবং কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার দেশীয় মাছের প্রাপ্যতা কমে যেতে পারে।

বোয়ালমারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা পবিত্র কুমার দাস বলেন, দেশীয় মাছের প্রজনন ও পোনা রক্ষায় সূক্ষ্ম ফাঁসের জালের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। লোকবল সংকটের কারণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনাও কঠিন হয়ে পড়ছে।